বিক্রির জেরে মঙ্গলাহাট তীব্র সঙ্কটে

নিজস্ব সংবাদদাতা: এশিয়ার বৃহত্তম হাট হাওড়ার মঙ্গলাহাট এখন গভীর সঙ্কটে। কলকাতা হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছে এই হাট। হাইকোর্টের কাছে সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের নির্দেশ প্রকাশ না-করে বিচারপতি নারায়ণ শীলের কাছ থেকে নির্দেশ নিয়ে বর্তমান মালিকেরা হাট বিক্রি করেছেন পাঁচ কোটি টাকায়। হাইকোর্টের অস্থায়ী প্রধান বিচারপতি অজয়নাথ রায় ও বিচারপতি অরুণ মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়েছে, যাঁরা হাট কিনেছেন, আপিল মামলার নিষ্পত্তি না-হওয়া পর্যন্ত তাঁরা দখল নিতে পারবেন না।

এ দিকে, ১৯৯৮ সালের চুক্তি অনুযায়ী বসুন্ধরা টাওয়ার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে শান্তিরঞ্জন দে এখন ওই হাট পরিচালনা করছেন। হাটের ভাড়া তোলা, স্টল বিতরণ, নিরাপত্তা-সহ সার্বিক দেখভালের সব ব্যবস্থাই করেন তিনি। হাটে যাতে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে, তা দেখার জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

১৯৩৯ সালে পুলিন দাঁ ও বঙ্কিম দাঁ সাড়ে আট বিঘা জমিতে মঙ্গলাহাট চালু করেন। আট রাজ্যের ব্যবসায়ীরা ওই হাটে বস্ত্রসামগ্রী কিনতে আসেন। ওই হাটকে কেন্দ্র করে কলকাতা ও সংলগ্ন তিন জেলায় কয়েকশো তৈরি-পোশাক শিল্প গড়ে উঠেছে। ৪৫,০০০ মানুষ প্রত্যক্ষ ভাবে, দু'লক্ষ মানুষ পরোক্ষ ভাবে ওই হাটের সঙ্গে যুক্ত।

পুলিনবাবুরা ৫০ বছরের জন্য জীবনরাম, গঙ্গারামকে হাট লিজ দেন। '৮৭ সালে মঙ্গলাহাট ভস্মীভূত হয়ে গেলে রাজ্য সরকার সেটি অধিগ্রহণ করে। কিন্তু '৯৭ সালে 'রিকুইজিশন আইন' উঠে যাওয়ায় রাজ্য হাটের তৎকালীন মালিক প্রণব দাঁকে হাটটি ফিরিয়ে দেয়। প্রণববাবু পাঁচ লাখ টাকার বিনিময়ে হাটের উন্নয়নের দায়িত্ব দেন বন্দনা রিয়েল এস্টেটকে। বন্দনা ছ'মাসে কাজ শুরু না-করায় চুক্তি খারিজ হয়ে যায়। এ বার বসুন্ধরার সঙ্গে প্রণববাবুর চুক্তি হয়। বসুন্ধরার কাছ থেকে হাটের মালিক নেন এক কোটি ১৯ লাখ ৫০ হাজার টাকা। ঠিক হয়, বাকি টাকা উন্নয়নের পরে দেওয়া হবে। তখন থেকে হাট চালাচ্ছেন বসুন্ধরার শান্তিরঞ্জন দে।

কখনও মিমানি গ্রুপ, কখনও বন্দনা, কখনও অন্য সংস্থা হাট নিয়ে মামলা করে। সেই সময় বিচারপতি অজয়নাথ রায় ও বিচারপতি মহারাজা সিংহের ডিভিশন বেঞ্চ রায় দিয়ে বলে, হাট বিক্রি করা যাবে না। কোনও ভাবে হাটের চরিত্র ও আকৃতি পরিবর্তন করা যাবে না। সুপ্রিম কোর্টও হাইকোর্টের রায় সমর্থন করে।